দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 AUG 1993 ... পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

মীরপুরের ১শ'টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই ।। ১৭ হাজার শিশু পড়তে যায় না

।। আবদুস সালাম খান ।।

মীরপুর (কুষ্টিয়া) ঃ মীরপুর থানার প্রায় ১৭ হাজার শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। বেশ কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় নড়বড়ে, ছাদ পড়ো পড়ো, বেঞ্চ নেই, এমন ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যাও কম নয়।

এই থানার মোট বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৪২ হাজার ৪০০। ভর্তি হয়েছে ৩২ হাজার ১৪১ জন। গড়ে ড্রপ আউটের সংখ্যা শতকরা ২০ জন। সে হিসেবে প্রায় ১৭ হাজার শিশু শিক্ষাঙ্গনের বাইরে থেকে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে, অভাবের কারণেই ড্রপ আউট বন্ধ করা যাচ্ছে না। সম্প্রতি সোসাল মোবিলাইজেশন অনুষ্ঠানেও 'বিষয়টি আলোচনা হয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানান।

মীরপুর থানায় প্রয়োজনের তুলনায় বিদ্যালয়-সংখ্যাও কম। প্রায় ১০০টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এখানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ৬২টা, বেসরকারী বিদ্যালয় ২২টা। গ্রামের সংখ্যা ১৮৮টা। তালবাড়ীয়া ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র ৩টা। প্রাথমিক শিক্ষার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া ইউনিয়নগুলো হল চিথলিয়া, তালবাড়ীয়া, সদরপুর, বারুই-পাড়া। চিথলিয়া ইউনিয়নে সরকারী হিসেবে ৫৮ ভাগ শিশু স্কুলে যায়, বারুই পাড়ায় ৫৯ ভাগ। অবশ্য অবস্থা কিছুটা উন্নতির দিকে।

ছাদ ধসে পড়ার ভয়ে মীরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অন্যত্র পড়ানো হয়। ৫/৬ বছর ধরে চেষ্টা করেও বিদ্যালয়টি উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত করানো যায়নি। জরাজীর্ণ অবস্থায় পৌঁছে গেছে এমন ধরনের অর্ধ শতাধিক বিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে বরিয়া, কাটদহ-২, মশান, হাজরাহাটি, মির্জানগর প্রভৃতি। এছাড়াও বেঞ্চ ও শিক্ষা উপকরণের অভাব রয়েছে বহু সংখ্যক বিদ্যালয়ে। শিক্ষক শূন্য রয়েছে মোট ২২টি, এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক ৭টি, বাদবাকী ১৪টি সহকারী শিক্ষক।

চাকরি আছে, বেতন নেই ঃ উপানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীন নিয়োজিত শিক্ষক-কর্মচারীদের ৫ মাস যাবত বেতন নেই। ঐ কার্যক্রমের ১৯ জন শিক্ষক, ২১ জন শিক্ষিকা ও ৩ জন সুপারভাইজারের গত এপ্রিলের পর আর বেতন বরাদ্দ আসেনি। ঐসব শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৪০টি কেন্দ্রে ১৬০০ বয়স্ক শিক্ষার্থীর বার্ষিক পাঠদান শেষ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী কোর্সের জন্য টাকা-পয়সা আসছে না। এ নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রকল্পের জেলা কোঅর্ডিনেটর জানান, পরবর্তী বছরের জন্য ঐ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্য থেকে সফলকাম শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ করা হবে। তবে কি নাগাদ বেতন-ভাতা বরাদ্দ পাওয়া যাবে তা এখনও অনিশ্চিত। চেষ্টা-তদবির চালানো হচ্ছে।